ধানের পাতা পোড়া রোগ দমনে জরুরি ভিত্তিতে করণীয়ঃ

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১ইং দৈনিক সংবাদ ও জনকণ্ঠ পত্রিকায় "রাজশাহীর তানোরে আমনের ক্ষেতে পোতাপোড়া রোগ" সংক্রান্ত একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। ব্রি আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহীর দু'জন বিজ্ঞানী আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন করেছেন। রোগটি মূলত স্বর্ণা (বিভিন্ন জাতের স্বর্ণা) ও সোনার বাংলা জাতে আক্রমণ করেছে। পাশাপাশি ব্রি ধান৪৯ ও ব্রি ধান৫১ জাতে এ রোগের আক্রমণ নেই বললেই চলে।

পাতাপোড়া রোগে ধান গবেষণার পরামর্শ হলো-

১) ৬০ গ্রাম থিয়োভিট, ৬০ পটাশ সার ও ২০ গ্রাম দস্তা সার একত্রে ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫/৬ শতাংশ জমিতে স্প্রে করতে হবে। তাহলে এ রোগ পুনরায় বৃদ্ধি পাবে না এবং নিয়ন্ত্রণে আসবে।

২) জমিতে পানি দাঁড়ানো থাকলে নামিয়ে দিয়ে ৫/৬ দিন শুকিয়ে বিঘাপ্রতি ৫/৬ কেজি পটাশ সার প্রয়োগ করে পুনরায় পানি প্রয়োগ করতে হবে।

৩) ঝড়ো হাওয়া ও ধারাবাহিক বৃষ্টিপাত, অতিমাত্রায় ইউরিয়া সারের প্রয়োগ রোগ বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ অবস্থায় ইউরিয়া সার দেয়া যাবে না। দেয়ার সময় হলেও ২/৪ দিন রোদ উঠার পরে সার দিতে হবে।

৪) সুষম মাত্রায় বিশেষ করে পটাশ সার প্রয়োগ করলে এ রোগের প্রকোপ কিছুটা কম হয়।

৫) পরবর্তী বছরে এ ধরণের আক্রমণ কাতর জাত যে সুমন স্বর্ণা, গুটি স্বর্ণা, লাল স্বর্ণা, সম্বা মাসুরি ইত্যাদি অননুমোদিত জাতগুলো চাষ করতে নিষেদ করা।

মনে রাখার বিষয় হলো- ব্রি এ পর্যন্ত এ রোগ দমনে কোন ধরণের এন্টিবায়োটিক বা ব্যাক্টেরিয়ানাশক প্রয়োগের সুপারিশ করেনি।

মহাপরিচালকের পক্ষে-

ড. মো. আনছার আলী
বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
ব্রি গাজীপুর।